উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান, রেকর্ড ছাত্রী ভর্তিতে স্বস্তি IIM-এ

এই সময়: গত দশ বছরের মধ্যে এ বারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি করিয়ে স্বস্তিতে আইআইএম, কলকাতা।

দেশের প্রাচীনতম এই ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুদিন ধরেই জেন্ডার রেশিও-তে পিছিয়ে ছিল। ছেলেদের দাপট ছিল বেশি। দশ বছর আগে, অর্থাৎ ২০১৪ সেখানে ছাত্রী ছিলেন ১১৫ জন। সেটাই ধীরে ধীরে বেড়ে এ বছর সংখ্যাটা ১৭৩। আইআইএম (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট), কলকাতায় এমবিএ-তে সিট ৪৮০টি। প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, আগে এই কোর্সে এত ছাত্রী একসঙ্গে ভর্তি হননি।

বৃদ্ধি কোন পথে? প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা শৈবাল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'গত দশ বছর ধরে আমরা নানা ভাবে ছাত্রীদের এগিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। তারই সাফল্য এসেছে।' কী ভাবে সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল? আইআইএম, কলকাতায় ছাত্রীর অভাব দীর্ঘদিনের। ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার সর্বভারতীয় পরীক্ষা ক্যাট-এর মেধাতালিকার একেবারে উপরের দিকে থাকা পড়ুয়ারাই আইআইএম, কলকাতায় পড়ার সুযোগ পান। ওই র‍্যাঙ্কের পাশাপাশি স্টুডেন্টদের ইন্টারভিউ-ও নেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছিল, ইন্টারভিউ পর্যন্তই মেয়েরা পৌঁছতে পারছিলেন না।

এমন অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের ভিত্তিতে আইআইএম-কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন, আরও বেশি ছাত্রী যাতে

দশকে সবাধিক

ইন্টারভিউ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ক্যাট-এর মার্কসের সঙ্গে তাঁদের জন্য যোগ করা হবে অতিরিক্ত চার নম্বর। এই বাড়তি নম্বর তৃতীয় লিঙ্গের পড়ুয়ারাও পান।

এখন বাড়তি নম্বর পাওয়ায় আগের তুলনায় অনেক বেশি ছাত্রী ইন্টারভিউয়ে পৌঁছতে পারছেন। শৈবালের কথায়, 'আগে ১০ জন ছাত্রীকে ইন্টারভিউ করা হলে তাঁদের মধ্যে হয়তো ৪ জন বা ৫ জন ভর্তি হতে পারতেন। কিন্তু এখন আমরা হয়তো ৪০ জন ছাত্রীকে ইন্টারভিউ করতে পারছি। কাজেই ভর্তির সুযোগও পাচ্ছেন অনেক বেশি ছাত্রী।' ইন্টারভিউয়ের পর সিলেকশন প্রসেসে অবশ্য কোনও পড়ুয়াকেই অতিরিক্ত নম্বর বা সুবিধে দেওয়া হয় না। এই ধাপে সিলেকশন হয় একেবারেই নম্বর আর যোগ্যতার নিরিখে।

ছাত্রী-সংখ্যায় বৃদ্ধি

সাল	সংখ্যা
২০১৪	১১৫
২০২২	১৪৯
২০২৩	১৩৭
২০২৪	১৭৩

মোট আসন ৪৮০

প্রশ্ন উঠেছে, শুধু আইআইএম, কলকাতার উদ্যোগের জন্যই এই সাফল্য, নাকি সামগ্রিক ভাবেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে? আদতে দেশ জুড়ে অন্যান্য আইআইএম-এও একই ট্রেন্ড নজরে পড়ছে। আইআইএস ডব্লিউবিএম-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শিখরিনী মজুমদার বহুদিন ধরেই ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতে, 'শিক্ষকতার মতো প্রথাগত যে সব পেশার সঙ্গে এতকাল মেয়েদের যুক্ত করা হতো, সেটা পাল্টেছে। এখন সব ফিল্ডেই মেয়েরা এগিয়ে আসছেন।' শিক্ষাবিদ ব্রততী ভট্টাচার্যের সংযোজন, 'বহু পরিবারই মেয়েদের পড়াশোনার জন্য খরচ করতে চাইতেন না। সুযোগটা পেত কেবল ছেলেরা। এখন পরিবারগুলির মানসিকতাও বদলেছে।'

পাশাপাশি এ বছর আইআইএম অন্য একটি ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছে। এতকাল দেখা যাচ্ছিল, আইআইএম-এ পড়ুয়াদের অধিকাংশই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের। অন্যান্য স্ট্রিম বা শাখা থেকে পড়ুয়ারা ছিলেন হাতে গোনা। এ বার সেই প্রবণতাতেও পরিবর্তন হচ্ছে। ২০১৪ সালে নন-ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র ২২ জন। সে জায়গায় এ বার স্নাতকে এমন ২০০ জন ছেলেমেয়ে আইআইএম-এ এমবিএ-তে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।